مَتْنُ العَقَائِدِ العَضُدِيَّةِ

تَصْنِيفُ الإِمَامِ الحُجَّةِ المُتَكَلِّمِ الأُصُولِيِّ
عَضُدِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الغَفَّارِ الإِيْجِيِّ
الشِّيرَازِيِّ ت ٧٥٦ هـ

অনুবাদ

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، قِيلَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الَّذِينَ هُمْ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

وَهَذِهِ عَقَائِدُ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَهُمُ الأَشَاعِرَةُ. أَجْمَعَ السَّلَفُ مِنَ المُحَدِّثِينَ وَأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَأَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ:

عَلَى أَنَّ العَالَمَ حَادِثٌ، كَانَ ذَلِكَ بِقُدْرَةِ اللهِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ. وَعَلَى أَنَّ العَالَمَ قَابِلٌ لِلْفَنَاءِ،

وَعَلَى أَنَّ النَّظَرَ فِي مَعْرِفَةِ اللهِ وَاجِبٌ شَرْعًا، وَبِهِ تَحْصُلُ المَعْرِفَةُ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى المُعَلِّمِ.
وَعَلَى أَنَّ لِلْعَالَمِ صَانِعًا قَدِيمًا لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ، وَاجِبَ الوُجُودِ لِذَاتِهِ، وَلَا خَالِقَ سِوَاهُ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমার উম্মত তেহাত্তর (৭৩) টি দল-উপদলে বিভক্ত হবে; তাদের সবাই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ছাড়া।"

জিজ্ঞাসা করা হল: "তারা কারা?"

তিনি বললেন:

"যারা আমার এবং আমার সাহাবিদের পথে থাকবে।"

এই হলো নাজাতপ্রাপ্ত দলের আকীদা (বিশ্বাসনীতি), এবং তারা হচ্ছেন আশআ'রীরা (الأشاعرة)।

মুহাদ্দিসগণ, মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের পূর্বসূরীগণ একমত হয়েছেন যে:

- এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে (নতুন), এবং এটি আল্লাহর কুদরতের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে, যখন এটি ছিল না।
- এই সৃষ্টিজগৎ ধ্বংসযোগ্য (বিনাশযোগ্য)।
- আল্লাহর পরিচয় জানার জন্য চিন্তা-গবেষণা (নযর) শরীয়তের দৃষ্টিতে আবশ্যক (ওয়াজিব), এবং এর মাধ্যমেই প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যায়, এর জন্য শিক্ষক অপরিহার্য নয়।
- এই জগতের একটি সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি চিরকাল থেকেই আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি নিজের অস্তিত্বে অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান, এবং তিনি ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই।

مُتَّصِفٌ بِجَمِيعِ صِفَاتِ الكَمَالِ، مُنَزَّهٌ عَنْ جَمِيعِ سِمَاتِ النَّقْصِ. فَهُوَ عَالِمٌ بِجَمِيعِ المَعْلُومَاتِ، قَادِرٌ عَلَى جَمِيعِ المُمْكِنَاتِ، مُرِيدٌ لِجَمِيعِ الكَائِنَاتِ، مُتَكَلِّمٌ، حَيٌّ، سَمِيعٌ، بَصِيرٌ.

وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْ جَمِيعِ صِفَاتِ النَّقْصِ، فَلَا شَبِيهَ لَهُ، وَلَا نِدَّ لَهُ، وَلَا مِثْلَ لَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا ظَهِيرَ لَهُ، وَلَا يَحِلُّ فِي غَيْرِهِ، وَلَا يَقُومُ بِذَاتِهِ حَادِثٌ، وَلَا يَتَّحِدُ بِغَيْرِهِ.

لَيْسَ بِجَوْهَرٍ، وَلَا عَرَضٍ، وَلَا جِسْمٍ، وَلَا فِي حَيِّزٍ وَجِهَةٍ، وَلَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِهُنَا وَلَا هُنَاكَ، وَلَا يَصِحُّ عَلَيْهِ الحَرَكَةُ وَلَا الانتِقَالُ، وَلَا الجَهْلُ، وَلَا الكَذِبُ، وَهُوَ تَعَالَى مَرْئِيٌّ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ، مِنْ غَيْرِ مُوَازَاةٍ وَمُقَابَلَةٍ وَجِهَةٍ.

كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ،

তিনি সকল পূর্ণতার গুণাবলিতে ভূষিত এবং সকল অপূর্ণতার বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র।

অতএব,

- তিনি সকল জ্ঞানযোগ্য বিষয়ে জ্ঞাত,
- সকল সম্ভাব্য বিষয়ে সক্ষম,
- সকল সৃষ্ট বিষয়ে ইচ্ছাশক্তির অধিকারী,
- তিনি বক্তা,
- চিরঞ্জীব,
- শ্রবণকারী,
- দর্শনকারী।

তিনি সকল অপূর্ণতার গুণাবলী থেকে পবিত্র।
তার কোনো সদৃশ নেই,
কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই,
তার মতো কেউ নেই,
তার কোনো অংশীদার নেই,
তার কোনো সাহায্যকারী নেই,
তিনি কারও মধ্যে প্রবেশ করেন না,
তার সত্তায় কোনো নতুন (সৃষ্ট) বস্তু স্থান পায় না,
তিনি অন্য কারও সাথে একীভূত হন না।
তিনি না কোন পদার্থ (جوهر),
না কোন গুণ (عرض),
না কোন দেহ (جسم),
না কোন স্থানে অবস্থিত,
না কোন দিক বা অবস্থানে নির্ধারিত।
তাকে এইদিকে বা সেইদিকে নির্দেশ করে দেখানো যায় না,
তার জন্য গমন বা গতি, অজ্ঞতা বা মিথ্যা কোনোটিই প্রযোজ্য নয়।

তিনি কিয়ামতের দিনে মুমিনদের জন্য দৃষ্টিগোচর হবেন, তবে কোনো মুখোমুখি অবস্থানে বা সীমারেখায় বা কোনো নির্দিষ্ট দিকে নয়।
তিনি চিরকাল ছিলেন, তিনি যা ইচ্ছা করেন না, তা ঘটে না।

فَالكُفْرُ وَالمَعَاصِي بِخَلْقِهِ وَإِرَادَتِهِ، وَلَا يَرْضَاهُ .

غَنِيٌّ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ، وَلَا حَاكِمَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَاللُّطْفِ وَالأَصْلَحِ وَالعِوَضِ عَلَى الآلَامِ، وَلَا الثَّوَابُ عَلَيْهِ فِي الطَّاعَةِ، وَلَا العِقَابُ عَلَى المَعْصِيَةِ، بَلْ إِنْ أَثَابَ فَبِفَضْلِهِ، وَإِنْ عَاقَبَ فَبِعَدْلِهِ.

وَلَا قَبِيحَ مِنْهُ، وَلَا يُنْسَبُ فِيمَا يَفْعَلُ أَوْ يَحْكُمُ إِلَى جَوْرٍ أَوْ ظُلْمٍ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، وَلَا غَرَضَ لِفِعْلِهِ،

رَاعَى الحِكْمَةَ فِيمَا خَلَقَ وَأَمَرَ تَفَضُّلًا وَرَحْمَةً، وَلَا حَاكِمَ سِوَاهُ، فَلَيْسَ لِلْعَقْلِ حُكْمٌ فِي حُسْنِ الأَشْيَاءِ وَقُبْحِهَا، وَكَوْنِ الفِعْلِ سَبَبًا لِلثَّوَابِ وَالعِقَابِ، فَالحَسَنُ مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ، وَالقَبِيحُ مَا قَبَّحَهُ الشَّرْعُ. وَلَيْسَ لِلْفِعْلِ صِفَةٌ حَقِيقِيَّةٌ أَوِ اعْتِبَارِيَّةٌ بِاعْتِبَارِهَا حَسَنٌ أَوْ قَبِيحٌ، وَلَوْ عُكِسَ لَكَانَ الأَمْرُ بِالعَكْسِ.

কুফর (অবিশ্বাস) ও গুনাহ (অপরাধ) আল্লাহর সৃষ্ট ও ইচ্ছানুযায়ী হয়, কিন্তু তিনি এগুলো পছন্দ করেন না।
তিনি পরিপূর্ণ রূপে নির্ভরশূন্য (غنيٌّ) — কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই তাঁর,
তাঁর উপর কেউ শাসক নয়,
তাঁর ওপর কোনো কিছু অপরিহার্য নয়, যেমন:

- অনুগ্রহ করা (اللطف),
- সর্বোত্তম পথ নির্ধারণ (الأصلح),

- কষ্টের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া (العوض على الآلام),
- অথবা নেক কাজের উপর প্রতিদান দেওয়া,
- কিংবা গুনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া।

বরং, যদি তিনি প্রতিদান দেন তবে তা তাঁর অনুগ্রহ থেকে, আর যদি শাস্তি দেন, তবে তা তাঁর ন্যায়ের ভিত্তিতে।
তাঁর পক্ষ থেকে কোনো অন্যায় (قبيح) হয় না,
তাঁর কোনো কাজ বা হুকুমকে জুলুম বা অন্যায় বলা যায় না।
তিনি যা চান তা করেন,
যা ইচ্ছা করেন তাই ফয়সালা দেন,
তাঁর কাজের পেছনে কোনো স্বার্থ নেই।
তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এবং যা নির্দেশ দিয়েছেন, তা করেছেন হেকমতের প্রতি লক্ষ্য রেখে, অনুগ্রহ ও দয়াপূর্ণভাবে।
তাঁর বাইরে আর কেউ বিচারক নয়।
মানবীয় বিবেচনায় কোনো কিছুর ভালো-মন্দ নির্ধারণে (عقل) কোনো ক্ষমতা নেই — না কোনো কাজের জন্য সওয়াব নির্ধারণে, না কোনো কাজের জন্য শাস্তি নির্ধারণে।
যা শরী'আত ভালো বলেছে, সেটাই ভালো, আর যা শরী'আত খারাপ বলেছে, সেটাই খারাপ।
কোনো কাজের নিজের মধ্যে এমন প্রকৃত বা আপেক্ষিক গুণ নেই যার দ্বারা সেটি আপনাতেই ভালো বা মন্দ হয়।
যদি এই নিয়ম উল্টে দেওয়া হতো, তবে ভালো-মন্দের রায়ও উল্টো হয়ে যেত।

وَهُوَ غَيْرُ مُتَبَعِّضٍ، وَلَا مُتَجَزِّئٍ، وَلَا حَدَّ لَهُ، وَلَا نِهَايَةَ لَهُ. صِفَاتُهُ وَاحِدَةٌ بِالذَّاتِ، غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ بِحَسَبِ التَّعَلُّقِ، فَمَا وُجِدَ مِنْ مَقْدُورَاتِهِ قَلِيلٌ مِنْ كَثِيرٍ، وَلَهُ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ فِي مَخْلُوقَاتِهِ.

তিনি (আল্লাহ) বিভাজনযোগ্য নন, অংশে বিভক্ত নন, তাঁর কোনো সীমা নেই এবং কোনো শেষও নেই।

তাঁর গুণাবলিগুলো তাঁর সত্তার সাথেই এক ও অবিচ্ছিন্ন, তবে তা বিভিন্ন জিনিসের সাথে সম্পর্ক অনুযায়ী অসীম, অতএব, তাঁর সৃষ্ট জিনিসগুলোর মধ্যে যা কিছু বাস্তবে বিদ্যমান হয়েছে, তা অধিকের তুলনায় অল্প, এবং তাঁর সৃষ্টিতে বৃদ্ধি ও হ্রাস উভয়ই হতে পারে।

وَلِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةٌ ذَوُو أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَمِنْهُمْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ وَعِزْرَائِيلُ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাগণ আছেন, যাদের ডানা রয়েছে — কেউ দুইটি, কেউ তিনটি, কেউ চারটি ডানা বিশিষ্ট।

তাদের মধ্যে রয়েছেন: জিবরীল, মীকাঈল, ইস্রাফীল এবং আজরাঈল।

প্রত্যেকের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও মর্যাদা। তারা আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা করে না এবং যা আদেশ করা হয়, তাই তারা পালন করে।

وَالقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَهُوَ المَكْتُوبُ فِي المَصَاحِفِ، المَقْرُوءُ بِالأَلْسُنِ، المَحْفُوظُ فِي الصُّدُورِ؛ وَالمَكْتُوبُ غَيْرُ الكِتَابَةِ، وَالمَقْرُوءُ غَيْرُ القِرَاءَةِ، وَالمَحْفُوظُ غَيْرُ الحِفْظِ.

কুরআন হল আল্লাহর বাক্য, এটি সৃষ্টি নয় (অতএব চিরন্তন)। এটি হল সেই কুরআন যা মুসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ, জিহ্বা দ্বারা পাঠ করা হয়, এবং হৃদয়ে সংরক্ষিত থাকে। তবে, লিখিত কুরআন — লেখার

কাজ নয়, পঠিত কুরআন — পাঠ করার কাজ নয়, হৃদয়ে সংরক্ষিত কুরআন — মুখস্থ করার কাজ নয়।

وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ.

আল্লাহ তাআলার নামসমূহ توقيفي (তাওকীফি) — অর্থাৎ, এগুলো শুধুমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে; নিজের মত করে নতুন কোনো নাম রাখা বৈধ নয়।

وَالمَعَادُ حَقٌّ، تُحْشَرُ الأَجْسَادُ، وَتُعَادُ فِيهَا الأَرْوَاحُ، وَكَذَا المُجَازَاةُ وَالمُحَاسَبَةُ، وَالصِّرَاطُ حَقٌّ، وَالمِيزَانُ حَقٌّ.

وَخَلَقَ الجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَيُخَلَّدُ أَهْلُ الجَنَّةِ فِي الجَنَّةِ، وَالكَافِرُ فِي النَّارِ، وَلَا يُخَلَّدُ المُسْلِمُ صَاحِبُ الكَبِيرَةِ فِي النَّارِ، بَلْ يُخْرَجُ آخِرًا إِلَى الجَنَّةِ.

وَالعَفْوُ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالكَبَائِرِ بِلا تَوْبَةٍ جَائِزٌ .

পুনরুত্থান (মা'আদ) সত্য।

দেহগুলো পুনরুত্থিত হবে এবং সেগুলোতে আত্মা পুনরায় সংযুক্ত করা হবে।

তেমনিভাবে, প্রতিদান দেওয়া, হিসাব গ্রহণ, সবই সত্য। সিরাত (জাহান্নামের উপর স্থাপিত সেতু) সত্য, মিজান (কর্মফল মাপার মানদণ্ড) সত্য।

আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। জান্নাতিরা জান্নাতে চিরকাল অবস্থান করবে, আর কাফিররা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।

তবে কোনো মুসলিম যদি বড় গুনাহ করে থাকে, সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না — বরং একসময় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তওবা ছাড়া ছোট ও বড় গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে বৈধ (সম্ভব ও ন্যায়সঙ্গত)।

وَالشَّفَاعَةُ حَقٌّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، وَشَفَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِهِ، وَهُوَ مُشَفَّعٌ فِيهِمْ لَا يُرَدُّ مَطْلُوبُهُ .

শাফা‘আত (সুপারিশ) একটি সত্য বিষয় — তা সেই ব্যক্তির জন্য হবে, যার জন্য দয়াময় (আল্লাহ) অনুমতি দিবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফা‘আত হবে তাঁর উম্মতের মধ্যে যারা বড় গুনাহ করেছে তাদের জন্য।

তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করবেন, এবং তাঁর চাওয়া প্রত্যাখ্যাত হবে না।

وَعَذَابُ القَبْرِ حَقٌّ، وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ حَقٌّ.

وَبَعْثَةُ الرُّسُلِ بِالْمُعْجِزَاتِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ.

কবরের শাস্তি সত্য, মুনকার ও নকীর ফেরেশতার প্রশ্নও সত্য।

আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে শুরু করে আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত,

সব নবীর প্রেরণ এবং তাঁদের দ্বারা মুজিযা (অলৌকিক নিদর্শন) প্রাপ্তি — সবই সত্য।

وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

وَالأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مَعْصُومُونَ، وَهُمْ أَفْضَلُ مِنَ المَلَائِكَةِ العُلْوِيَّةِ، وَعَامَّةُ البَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ المَلَائِكَةِ.

وَأَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، وَأَهْلُ بَدْرٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ.

وَكَرَامَاتُ الأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، وَيُكْرِمُ اللَّهُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ، وَيَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يُرِيدُ .

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন শেষ নবী, তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না।

নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) সকলেই নিষ্পাপ (মা'সুম), তাঁরা উচ্চ মর্যাদার ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এবং সাধারণ মানুষও সাধারণ ফেরেশতাদের তুলনায় মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ।

রিযওয়ানের বায়আতের সাহাবিগণ এবং বদরের যোদ্ধাগণ জান্নাতি।

আওলিয়াদের (আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বান্দাদের) কারামত (অলৌকিক সম্মান) সত্য।

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা সম্মানিত করেন, এবং তিনি যাকে ইচ্ছা, তাঁকে নিজের রহমতের জন্য মনোনীত করেন।

وَالإِمَامُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثَبَتَتْ إِمَامَتُهُ بِالإِجْمَاعِ، ثُمَّ عُمَرُ الفَارُوقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ عُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ عَلِيٌّ المُرْتَضَى كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، وَالأَفْضَلِيَّةُ بِهَذَا التَّرْتِيبِ، وَمَعْنَى الأَفْضَلِيَّةِ أَنَّهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَا أَنَّهُ أَعْلَمُ وَأَشْرَفُ نَسَبًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর প্রথম ইমাম (খলীফা) হলেন আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু।

সাহাবাগণের সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে তাঁর খিলাফত প্রমাণিত।

এরপর হলেন: উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু, তারপর উসমান ذو النورين (দ্বি-নূরধারী) রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু, তারপর আলী আল-মুর্তাদ্বা — আল্লাহ তাঁর চেহারাকে সম্মানিত করুন।

এটাই তাঁদের ফজিলতের (মর্যাদার) সঠিক ক্রম।

আর “ফজিলত” অর্থ হলো: তিনি আল্লাহর নিকট অধিক সওয়াবপ্রাপ্ত, না যে তিনি অধিক আলিম, বা বংশে অধিক মর্যাদাবান, বা অন্য কোনো জাগতিক শ্রেষ্ঠতার দিক থেকে — তেমনটি বোঝানো হয়নি।

وَالكُفْرُ عَدَمُ الإِيمَانِ.

وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ إِلَّا بِمَا فِيهِ نَفْيُ الصَّانِعِ القَادِرِ المُخْتَارِ العَلِيمِ، أَوْ شِرْكٌ، أَوْ إِنْكَارُ النُّبُوَّةِ، أَوْ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ مَجِيءُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ ضَرُورَةً، أَوْ إِنْكَارُ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ قَطْعًا، وَاسْتِحْلَالُ المُحَرَّمَاتِ. وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ، فَالقَائِلُ بِهِ مُبْتَدِعٌ، وَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَمِنْهُ التَّجْسِيمُ.

কুফর (অবিশ্বাস) হলো— ঈমান না থাকা।
আমরা কিবলামুখী (মুসলিম পরিচয়ধারী) কাউকেই কাফির বলি না, তবে তাকে কুফর বলা হয় যদি তার বক্তব্যে বা বিশ্বাসে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থাকে:

- সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান, ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহকে অস্বীকার করা,
- শিরক করা,
- নবুয়ত অস্বীকার করা,

- এমন কোনো বিষয় অস্বীকার করা যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তা নিয়ে এসেছেন, তা আবশ্যিকভাবে জানা ও প্রমাণিত,
- সর্বসম্মত ও নিশ্চিত ইসলামী বিধান অস্বীকার করা,
- হারাম কাজকে হালাল (বৈধ) মনে করা।

এর বাইরে যা কিছু আছে, সেসবের বিশ্বাসীকে আমরা বিদআতী (নবপ্রবর্তক) বলি, কিন্তু কাফির বলি না।
এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর জন্য শরীর বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কল্পনা করা (تجسيم)

وَالتَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ، وَهِيَ مَقْبُولَةٌ لُطْفًا وَرَحْمَةً وَإِحْسَانًا مِنَ اللهِ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ تَبَعٌ لِمَا يُؤْمَرُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ وَاجِبًا فَوَاجِبٌ، وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فَمَنْدُوبٌ، وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إِلَى الفِتْنَةِ، وَأَنْ يُظَنَّ قَبُولُهُ.

তওবা করা ফরয (আবশ্যক)।
আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তা গ্রহণযোগ্য হয়— তাঁর দয়া, করুণা এবং অনুগ্রহস্বরূপ।
সৎকাজে আদেশ করাও (أمر بالمعروف) নির্ভর করে যেটা আদেশ করা হচ্ছে সেটির ওপর।

- যদি সেটি ফরয হয়, তবে সৎকাজে আদেশ করাও ফরয।
- আর যদি সেটি মুস্তাহাব (সুন্নত বা উত্তম) হয়, তবে আদেশ করাও মুস্তাহাব।

তবে এর শর্ত হলো:

- এটা যেন ফিতনা (বিশৃঙ্খলা বা বড় ক্ষতি) ডেকে না আনে,
- এবং ধারণা করা হয় যে, তা গ্রহণযোগ্য হবে (অর্থাৎ মানুষ তা মানবে)।

وَلَا يَجُوزُ التَّجَسُّسُ.

ثَبَّتَكَ اللهُ عَلَى هَذِهِ العَقَائِدِ الصَّحِيحَةِ، وَرَزَقَكَ العَمَلَ بِمَا يَجِبُ وَيَرْضَى.

গোপনে কারো দোষ অনুসন্ধান (تجسس) করা বৈধ নয়।

আল্লাহ তোমাকে এই সঠিক আকীদাগুলোর ওপর স্থির রাখুন এবং তা অনুযায়ী করণীয় ও আল্লাহ যেটাতে সন্তুষ্ট হন, সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন।

انْتَهَى.

وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

সমাপ্ত।
আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা।